মশা মাছি ছারপোকা (সিরিজ)

মীর সাহেবের কন্সটিপেশন

শুজা রশীদ

ড্যানফোর্থ রোডে বাংলা পাড়ায় চিকন একটা অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এলেন মীর। মধ্য ষাটে তার নানান সমস্যা দেখা দিয়েছে। হাটুর ব্যাথা তার মধ্যে একটি। সিঁড়ি টপকাতে গেলে বড়ই কষ্ট হয়। ছোট একটা করিডোরকে ঘিরে তিনটি দরজা। দরজার উপর নাম ফলক। প্রথমে *বাংলা খবর*। পরে *রিপন ইলেক্ট্রনিক্স*। সব শেষে *মশা মাছি ছারপোকা*। আলতো করে ধাক্কা দিতে দরজা খুলে গেল। দশ বাই পনেরোর ছোট্ট একটি ঘর, দুটি ডেস্ক, খান ছয়েক চেয়ার। তাকে দেখেই একটি ডেস্কের পেছনে বস থাকা ছোটখাট ভদ্রলোকটি হাসি মুখে বলল, "আসুন, ভাই, আসুন।"

তার বয়েস পঞ্চাশের বেশীই হবে। মাথায় চুলের অভাব। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। পরনে প্যান্ট শার্ট। অন্য ভদ্রলোকটি লম্বা চওড়া, রাশভারী, মাথা ভর্তি সাদা চুল। দেখে মধ্য পঞ্চাশ মনে হল।

মীর বোকার মত দু'জনার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনাদের মধ্যে ডাক্তার কে? তার সাথে একটু আলাপ ছিল।"

দ্বিতীয় ভদ্রলোক গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলল, "বসুন। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এসেছেন না রেফারেন্সে এসেছেন?"

"রেফেরেন্সে। আমার স্ত্রীর চাচাতো ভাইয়ের ছোটমেয়ের স্বামী..."

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল গম্ভীর কণ্ঠ। "আমি জলি, ও ফানু। বসে পড়ুন। কন্সালটেশন ফ্রি কিন্তু ডোনেশন নেই।"

মীর বসলেন। " আমার নাম মোহাম্মদ মীর আলী। পরিচয় হয়ে খুব ভালো লাগল। আপনাদের অনেক কথা শুনেছি। আপনারা নাকি সকলের সব সমস্যার সমাধান করে দেন। তাই এলাম। অনেক ডাক্তার তো দেখিয়েছি। কিছুতেই কিছু হল না। তাই ভাবলাম, যাই, দেখি আপনাদের সাথে আলাপ করে কোন উপকার হয় কিনা।"

জলি ডেস্কের উপর দুই হাত রেখে মীরকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে। "কি সমস্যা?"

ফানু পরিস্থিতি নরম করবার জন্য হাসিমুখে যোগ করল, "ডাক্তার সাহেবের মেজাজ একটু চড়া। কিন্তু কাজ ভাল। ঘাবড়ে যাবেন না। বলুন কি জন্য এসেছেন।"

"দেখুন বাবারা, আমার প্রাতঃকর্ম নিয়ে খুব সমস্যা হয়। ক'দিন পরপরই আটকে যায়। গ্যাস হয়, ব্যাথা হয়, কিছু ভালো লাগে না। জীবনটা বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। বহু ডাক্তারের কাছে গেছি। কবিরাজী, হোমিওপ্যাথি সবই হয়েছে। কিচ্ছু হচ্ছে না। কিন্তু মাঝে মাঝে টোটকা ফোটকাতেও কাজ হয়। তাই চলে এলাম।"

জলি খুক খুক করে কাশল। "আমি টোটকা ফোটকা করি না। এখানে ডাক্তারী প্রাক্টিস করবার লাইসেন্স নেই। তাই কন্সাল্টেশন করি। ফানু ইঞ্জিনিয়ার। চাকরী পায় না। তাই মানুষকে ভুয়া বুদ্ধি দিয়ে নাম কামাচ্ছে।"

ফানু প্রতিবাদ করল, "আমি ভুয়া বুদ্ধি দেই আর তুমি খুব ভালো বুদ্ধি দাও। এই অফিস তো আমিই নিয়ে তোমাকে ডেকেছিলাম। মনে আছে? এখন মানুষের সামনে বেইজ্জতী করছ! হাটুরে ডাক্তার!"

জলি দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "কাস্টোমারের সামনে ব্যাক্তিগত আলাপ শুরু করেছ। তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে? তা মীর সাহেব, আপনার হাগা হচ্ছে না, তাই তো? কত দিন ধরে হচ্ছে না?"

মীর কেশে গলা পরিষ্কার করলেন। "তিন চার দিন হয়ে গেল। এতো খাচ্ছি সব যাচ্ছে কোথায়? বড় চিন্তায় পড়ে গেছি।"

ফানু চেয়ার টেনে কাছে এসে বসল। "এরকম কি প্রায়ই হচ্ছে না এটাই প্রথম হল?"

মীর চিন্তা করে বললেন, "প্রায়ই হচ্ছে। সেটাই তো সমস্যা। কি করি বলুন তো?"

জলি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মীরকে পর্যবেক্ষণ করছে। ভাবছে। ফানু বলল, "এই সমস্যা ভাই অনেকেরই আছে। পেপ্টো বিজমল ট্রাই করেছেন?"

"কাজ হয় না। যখন হয় তখন আবার বেশী হয়। ছুটে যায়।"

"আহ! বিপদ। ইনো? ওটা আরেকটা অষুধ। মোক্ষম কাজ দেয়।" ফানু বলল।

"ওটাও চলেছে। প্রথম প্রথম ফল হত। "

ফানু মাথা দোলাল। " এ আরেক জ্বালা। যে অষুধে কাজ হবি, বার বার হ। একবার হবি, একবার হবি না, আমরা যাবো কোথায়? এই যে হাটুরে, শুধু মুখের দিকে শকুনের মত তাকিয়ে থাকলে হবে? কিছু বল। ডাক্তারী বিদ্যা কিছু মনে আছে এখনও?"

জলি ধমক দিল। "চুপ কর তো। বোঝার চেষ্টা করছি। মীর সাহেব, সকালে কখন ওঠেন, রাত কখন ঘুমান?"

"জ্বী, উঠি ভোর বেলা, নামাজ পড়ি। তারপর আর ঘুম আসে না। রাতে দশটা এগারোটার দিকে বিছানায় যাই। ভালো ঘুম হয় না।"

ফানু উৎসাহী কণ্ঠে বলল, "এইতো সমস্যা ধরা পড়েছে..."

জলি আঙ্গুল তুলতে সে চেপে গেল। "বাসায় কে কে আছে?"

"ছেলের সাথে থাকি। ছেলেবৌ আছে, দুটা বাচ্চা আছে। টিন এজ। আগে অনেক দাদু দাদু করত। এখন 'হাই' দিয়ে চলে যায়। স্ত্রী গত হয়েছে তিন বছর হল।"

ফানু বলল, "একাকীত্ব! মুল কারণ।"

জলি বলল, "দাঁড়াও। মীর সাহেব, সারা দিন করেন কি?"

"ঘুমাই। টিভি দেখি। মাঝে মাঝে পড়ি। সবাই ব্যাস্ত। একাকী এটা সেটা করি।"

জলি ফোন তুলল। অপর পক্ষ ফোন ধরতে সংক্ষেপে বলল, "মুক্তি, একটু এসোতো।"

মীর অবাক হয় বললেন, "মুক্তি কে?"

ফানু বলল, "নাটোরের বনলতা সেন!"

খররের কাগজের অফিসের দরজা ঠেলে একজন সুশ্রী, শ্যামলা তরুণী বেরিয়ে এলো। সালোয়ার কামিজ পরনে। পিঠ সমান কালো চুল। পঁচিশ ছাব্বিশ হবে বয়েস। ভেতরে ঢুকতে মীরকে স্বীকার করতেই হল, নয়নাভিরাম।

"কি সমস্যা আঙ্কেল?" মুক্তি কোমল কণ্ঠে জানতে চাইল।

"বস। তোমার সাহায্য দরকার।"

মুক্তি বসল, কিঞ্চিৎ অনীহা নিয়ে। "টের পেলেই তো আরেক কাঙ্গাল ছুটে আসবে। আমার অফিসে ঢোকার সাহস পায় না। পুলিশের ভয় দেখিয়েছি।"

ফানু হেসে ফেলল। "কেন বেচারাকে এভাবে ঘুরাচ্ছ?"

মুক্তি বলল, "ফানু আঙ্কেল, ওকে চেনেন না। মহা বান্দর। লাই দিলেই মাথায় উঠবে। এই দাদুর প্রবলেম কি?"

মীর বললেন, "মা, কয় দিন পরপরই আটকে যাচ্ছে। তোমার কাছে কোন বুদ্ধি থাকলে দাও তো।"

মুক্তি বলল, "বেশী করে পানি খান তো? প্রুন জুসে কাজ হয়। আমার বাবারও সেম সমস্যা। হাঁড়ি হাঁড়ি জুস খায়। সারাক্ষণ বাথরুমে ছুটা ছুটি করে। বিরক্তির এক শেষ। সব্জী খাবেন বেশী করে।"

ফানু বলল, "ইসবকুলের ভুসি! ভয়ানক কাজ করে শুনেছি।"

"ফাইবার! এক্কেবারে গুল্লীর মত কাজ করে!" দরজার প্রান্ত থেকে একটি পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এলো। বেশ লম্বা, একহারা দর্শন একজন যুবক, বয়েস ত্রিশের একটু বেশীই হবে। তার গাত্র বর্ণ বেশ উজ্জ্বল। মুখ ভর্তি হাসি।

"এই যে, হনুমানজি এসে গেছেন," মুক্তা বিড়বিড়িয়ে বলল।

"কেমন আছ মুক্তা? খুব সুন্দর লাগছে। হলুদে তোমাকে খুব মানায়।"

জলি গম্ভীর গলায় বলল, "রিপন! গন্ধ পেয়েই চলে এসেছ। তোমার রিপেয়ার শপে কি কাজ কর্ম নাই? বাবা মাকে বলো বিয়ে দিতে।"

রিপন নির্লজ্জের মত হাসল। "মেয়ে কি গাছে ধরে আঙ্কেল? খুব সমস্যা।"

মীর বলল, "আমার কাছে তো বেশ কয়েকটা মেয়ে আছে। আমার ছেলের বন্ধুদের পরিচিত। তুমি চাইলে বাবা আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

মুক্তা মুখ বাঁকাল। "যে সুরত। এই বাকোয়াজকে কে বিয়ে করবে? জলি আঙ্কেল, কি জন্যে ডেকেছেন?"

জলি বলল, "তোমার কাগজে স্থানীয় বর্ষীয়ানদের কোন পাতা আছে?"

ফানু বলল, "দারুন আইডিয়া! ওনাকে লাগিয়ে দাও। সব সমস্যার সমাধান হবে।"

জলি ধমক দিল, "তোমার মাথা হবে। আগে একাকীত্বটা কাটুক। মনের খোরাক হলে শরীরও অল্প বিস্তর উপকৃত হবে।"

রিপন খিক খিক করে হাসল। "বুড়া বুড়ীদের খবর কে পড়বে আঙ্কেল?

জলি বলল, "বুড়া বুড়ীরাই পড়বে। এখন একমাত্র তারাই পড়ে। বাকীরা ফোনের স্ক্রীনে আঠার মত সেটে থাকে। মুক্তা, ওনাকে কিছু একটা এসাইনমেন্ট দাও। মীর সাহেব, মুক্তার সাথে ঝুলে পড়ুন। দেখুন ওকে কিভাবে সাহায্য করতে পারেন। মাঝে মাঝে এসে দেখা দিয়ে যাবেন। ঠিক আছে?"

রিপন বলল, "ওর জন্য আমি যেকোন সময় ঝুলে পড়তে পারি।"

মুক্তা নিঃস্পৃহ কণ্ঠে বলল, "এখনই বা মন্দ সময় কি? যান, ঝুলে পড়ুন।"

রিপন হা হা করে হাসতে লাগল।

মীর বললেন, "এসে তো খুব ভালো হল। এমন কিছু একটাই চাচ্ছিলাম। ব্যাস্ত থাকা দরকার। অনেক ধন্যবাদ। তা, ডোনেশোন কত দেব বলুন তো বাবারা? আমার তো টাকা পয়সা বেশী নাই..."

ফানু হাসতে হাসতে বলল, "ভাই, আপনার কাছে কে পয়সা চেয়েছে। আপনাকে শুধু আমাদের একটা কৌতুক শুনতে হবে। জলি বন্ধু, এবার তোমার পালা।"

জলি নড়ে চড়ে বসল। "কন্সটিপেশন ঠাট্টার ব্যাপার নয়, তবুও একটা বলি।"

এক লোক পশু ডাক্তারের কাছে গেছে। "ডাক্তার, আমার ঘোড়ার পায়খানা হচ্ছে না।"

পশু ডাক্তার তাকে একটা বড় সড় পিল দিয়ে বলল, "এই পিলটাকে একটা লম্বা টিউবে ঢোকাবেন। টিউবের এক প্রান্ত ঘোড়ার পয়নালীতে প্রবেশ করিয়ে জোরে ফুঁ দেবেন। পিল ঢুকে যাবে। দ্রুত কাজ হবে।"

পরদিন লোকটি হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলো। তার অবস্থা খুবই বেগতিক। পশু ডাক্তার অবাক হয়ে বলল, "কি হয়েছে?"

লোকটি কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, "ব্যাটা ঘোড়া, আমি ফুঁ দেবার আগেই পাদ দিয়েছে।"